তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪৫

এডিস মশা নিধনকারী কীটনাশক সরাসরি আমদানির অনুমতি দেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

আজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধিতে করণীয় সম্পর্কে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি ও বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে মশা নিধক এবং কীটনাশকের বাজারজাতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিনিয়র সচিব ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে মশা নিধক এবং কীটনাশকের বাজারজাতকরণে উভয় সমিতির আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অথবা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনাপত্তিক্রমে আমদানিকারকরা ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের জন্য যদি কোনো ডেঙ্গু প্রতিরোধক ঔষধ, ওডোমস/রেপিল্যান্ট বা এডিস মশা নিধনকারী কীটনাশক আমদানি করতে চায় তাহলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি আমদানির অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

উপস্থিত সমিতির প্রতিনিধিগণ জানান, ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিষেধক হিসেবে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্যারাসিটামল এবং আইভি ফ্লুইড মজুত রয়েছে। প্রয়োজনে আরো ঔষধ উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারীরা প্রস্তুত আছেন। উৎপাদনকারী ও ফার্মেসি ব্যবসায়ীদের পক্ষে ডেঙ্গু প্রতিরোধক ঔষধের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে মর্মে জানানো হয়। এই স্থিতিশীলতা অব্যাহত রাখতে উভয় সমিতি সচেষ্ট থাকবে।

ভবিষ্যতে এডিস মশা নিধনে কার্যকর প্রতিরোধক/কীটনাশক, ওডোমস/রেপিল্যান্ট দেশেই উৎপাদন এবং বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রতিরোধক/কীটনাশক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি-সহ অংশীজনদের নিয়ে ঈদের পরে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

#

বকসী/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪৪

বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় টেলিযোগাযোগ দুনিয়ায় বাংলাদেশের যাত্রা শুরু --- মোস্তাফা জব্বার

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, তথ্যযোগাযোগ বিপ্লবের যাত্রা ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে শুরু হয়েছিল। যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়েও ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় আইটিইউ এর সদস্যপদ অর্জনের মধ্য দিয়ে টেলিযোগাযোগ দুনিয়ায় বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশে ডিজিটাল যাত্রার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ। তথ্যপ্রযুক্তি দুনিয়ায় বাংলাদেশ নেতৃত্বের জায়গায় উপনীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমিতে আর্কাইভ একাত্তরের উদ্যোগে ‘শতবর্ষের পথে বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের তথ্য তুলে ধরে বলেন, বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু যুগ-যুগান্তর অম্লান হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশকে লাঙ্গল জোয়ালের দেশ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বকে তিনি বাংলাদেশের অগ্রগতির মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর পুরো জীবনটাই বাংলাদেশের ইতিহাস। পৃথিবীর একমাত্র ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন জাতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার পর দীর্ঘ একুশ বছর ধরে পাকিস্তানি এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত, সাবেক ছাত্রনেতা শুভাশীষ সিং রায় এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী পরে চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪৩

ঈদে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-বোনাস নিয়ে অসন্তোষের আশঙ্কা নেই

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-বোনাস নিয়ে কোনো প্রকার অসন্তোষের আশঙ্কা নেই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ থেকে আজ এ ধরনের ইতিবাচক তথ্য পাওয়া গেছে।

শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় এবং মালিক-শ্রমিক সকলের সহযোগিতায় শ্রমিকরা আগামী ঈদুল আজহা সুন্দরভাবে উদ্যাপন করতে পারবে বলে আশা করছে সরকার।

বিজিএমইএ থেকে জানা যায়, সারা দেশে বিজিএমইএ এর সদস্যভুক্ত চলমান কারখানার সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৪শ’ এর মধ্যে আজ পর্যন্ত ৯৫ শতাংশ কারখানার শ্রমিকদের বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে। আগামী দু’এক দিনের মধ্যে বাকি পাঁচ শতাংশও পরিশোধ হবে। এদিকে বিজিএমইএ এর কারখানাগুলো শ্রমিকদের জুলাই মাসের বেতন ৮, ৯ এবং ১০ আগস্ট প্রদান করবে। ঈদের ছুটির আগেই সব কারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হবে।

অন্যদিকে, বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত চলমান কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৮৩। আজ পর্যন্ত ৯২ শতাংশ কারখানা শ্রমিকদের বোনাস প্রদান করেছে। বাকি কারখানা দু’এক দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে। বিকেএমইএ’র সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোর শ্রমিকদের জুলাই মাসের বেতনও প্রায় ৫০ শতাংশ প্রদান করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ৮, ৯ এবং ১০ তারিখের মধ্যে বাকি বেতন-বোনাস পরিশোধ হবে বলে আশা করছে বিকেএমইএ কর্তৃপক্ষ।

এদিকে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামের উপ-মহাপরিদর্শকরা জানিয়েছেন, বেতন-বোনাস নিয়ে পরিস্থিতি সন্তোষজনক। সকলের সহযোগিতায় শ্রমিকরা সুন্দরভাবে ঈদ উদ্যাপন করতে পারবেন বলে তারা আশা করছেন।

উল্লেখ্য, বিজিএমইএ তাদের পোশাক কারখানাগুলোর শ্রমিকদের ছুটি ১০ এবং ১১ আগস্ট দুই ধাপে প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। শ্রমিকদের বেতন-বোনাস প্রদানের সুবিধার্থে আগামী ৯ এবং ১০ আগস্ট (শুক্র ও শনিবার) শিল্প এলাকায় ব্যাংক খোলা থাকবে।

#

আকতারুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪২

জাদুঘর আইনকে যুগোপযোগী করা হচ্ছে

--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩-তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে আজ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে প্রায় এক লাখ নিদর্শন। তন্মধ্যে মাত্র ৬ হাজার নিদর্শন প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নতুন নকশা অনুযায়ী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন জাদুঘর কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যেখানে বর্তমানের চেয়ে ৪-৫ গুণ নিদর্শন প্রদর্শনের সুযোগ থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাতীয় জাদুঘরের ১০৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত ‘জাদুঘর সভ্যতার স্মৃতিঘর’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, জাদুঘর যেকোনো জাতির সভ্যতা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সেজন্য কোনো দেশে ভ্রমণে গেলে সর্বপ্রথম ঐ দেশের জাদুঘর পরিদর্শন করা হয়। তিনি এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১০৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে জাদুঘর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রাব্বানী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জাদুঘরবিদ ড. এনামুল হক ও বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মোঃ আবদুল মজিদ।

এছাড়া অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ই-টিকেটিং ব্যবস্থার উদ্বোধন এবং নিয়মিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘জাদুঘর সমাচার’ এর এপ্রিল-জুন ২০১৯ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪১

**বঙ্গমাতার অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন-সহ দেশমাতৃকার জন্য বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরতে গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। তিনি এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকার সময় দলকে সঠিক সিদ্ধান্তে পরিচালিত করে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন বঙ্গমাতা।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সারাহ বেগম কবরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন, প্রচার সম্পাদক আকতার হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা-সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় প্রসঙ্গক্রমে বলেন, ‘দেশের সকলে যখন ডেঙ্গু মোকাবিলা করছে, তখন বিএনপি নতুন নির্বাচনের অমূলক দাবি তুলছে। নতুন নির্বাচন হবে, তবে সেটা ২০২৩ সালের ডিসেম্বর বা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ যখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে, সুদূর গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেছে বিদ্যুতের আলো, সন্ধ্যায় এক সানকি বাসি ভাতের জন্য আহাজারি যখন আর শোনা যায় না, দশ বছর পর গ্রামে ফিরে যখন গ্রাম আর চেনা যায় না, সেই দশ বছর ধরেই বিএনপির রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারে।’

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন, ‘বিশ্বের সকল কল্যাণের অর্ধেক নর আর অর্ধেক নারীর অবদান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনেও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অবদান কখনও ভুলবার নয়’।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০১৯/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৪০

উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স চালুর প্রস্তাব বিডা’র

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

দেশ জুড়ে দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে আজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কার্যালয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশ জুড়ে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংক্রান্ত কোর্স চালুর প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘তরুণদের চাকুরি পাওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের এমন দক্ষভাবে গড়ে তোলা দরকার যাতে তারা নিজেরাই চাকুরির ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, সফল উদ্যোক্তা হিসেবে চাকুরি দিতে পারে’।

ইউজিসি’র চেয়ারম্যান ড. কাজী শহীদুল্লাহ বিডা’র প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিডা’র প্রস্তাবটি বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাবে, যাতে তারা দ্রুত দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠ্যসূচিতে পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের কোর্স চালু করতে পারে।

উল্লেখ্য, বিডা ইতোমধ্যে ‘উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ইএসডিপি)’ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শেষে জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করেছে। এই বছরেই শুরু হওয়া দুই বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের ৬৪ জেলা জুড়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও সার্বিক সহায়তার মাধ্যমে ২৪ হাজার দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা, যার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়নের কাক্সিক্ষত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

#

প্রশান্ত/মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৯

**ডেঙ্গু চিকিৎসায় স্বাস্থ্যখাতের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে**

**--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ডেঙ্গু প্রকোপকালীন স্বাস্থ্যখাতে কর্মরত প্রতিটি চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে গোটা স্বাস্থ্যখাতের যে ত্যাগ ও শ্রম তাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, নার্স-সহ সকলের ঈদের ছুটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাঁরা এ বিষয়কে হাসিমুখে মেনেও নিয়েছে। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যেভাবে তাঁরা ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে তাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজ রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ‘এডিশ মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরের যথোপযুক্ত চিকিৎসা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ’ শীর্ষক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা. মোঃ ইহতেশামুল হক চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের দেখতে যান ও তাঁদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৭

**টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের কৌশল গ্রহণ করেছে সরকার**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ অভিক্ষেপণ বিবেচনায় নিয়ে সরকার টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের কৌশল গ্রহণ করেছে । উপকূলীয় অঞ্চলে ইটের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কংক্রিট ব্লক। তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে বিটুমিনের গ্রেড পরিবর্তন করা হচ্ছে। বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্প। কেবল উন্নয়ন নয়, সরকার টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।

আজ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম (বিসিজেএফ) এর সাথে এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী একথা বলেন। এ ধরনের মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ও সাংবাদিকদের মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি হবে বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে পারলে শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই এ বিষয়ে সচেতন হতে পারবে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে।

এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অতিরিক্ত সচিব মাহবুব হোসেন, আমিনুল ইসলাম ও ড. কাজী আনোয়ারুল হক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী খলিলুর রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সাইফুর রহমান ছাড়াও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি কাওসার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন এবং অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, এডিস মশা যাতে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু এডিশ মশা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হতে পারে কাজেই আমাদের দেশেও এক জায়গা থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যমান ডেঙ্গু পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে বলে সরকার আশা করে।

#

হাসান/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০১৯/১৮৫৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৮

**মশার কাছে পরাজয় নয়**

**--- শিক্ষা উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, যে জাতি নয় মাসে দেশ স্বাধীন করতে পারে সে জাতি মশার কাছে পরাস্ত হতে পারে না। তিনি আজ রাজধানীর ইউল্যাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে ‘ডেঙ্গু রোধে করণীয় ও সতর্কতা’ শীর্ষক ইনফোগ্রাফিকের উদ্বোধনের সময় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫ লাখ শিক্ষার্থীর বসবাস। তারা জাতির বিবেক। এ দেশের সকল অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবদান ছিল প্রশংসার। ডেঙ্গু প্রতিরোধে এই ৫ লাখ শিক্ষার্থী যদি সচেতন হয় এবং প্রতিদিন কিছু সময় ব্যয় করে তাহলে অবশ্যই সফল হওয়া যাবে। তিনি দলমত নির্বিশেষে সকলকে এই সংগ্রামে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, উপমন্ত্রী আজ ধানম-ির ৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করেন।

#

খায়ের/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৬

**শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের তিন কর্মকর্তা-কর্মচারী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন তিন কর্মকর্তা-কর্মচারী। তারা হলেন: দপ্তর ও সংস্থা প্রধান পর্যায়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ,

১ম-১০ম গ্রেড কর্মকর্তা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের পৌর-১ শাখার উপসচিব মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া এবং ১১তম-২০তম গ্রেডের কর্মচারী পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের (গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার) সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর লিজা আক্তার।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে পুরস্কারপ্রাপ্তদেরকে সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করেন। তাদেরকে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭’ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ১১টি ক্ষেত্র ও ১৯ টি সূচক বিবেচনায় নিয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৫

সারা দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেল্থ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত পয়লা জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বমোট ৩২ হাজার ৩ শত ৪০ জন। বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ২৩ হাজার ৬ শত ১০ জন। এ পর্যন্ত ২৩ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বর্তমানে ঢাকায় ৪০টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৫ হাজার ৩ শত ৮৯ জন এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য বিভাগে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ৩ শত ১৮ জন। দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে ২ হাজার ৪ শত ২৮ জন।

#

মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৪

**চলতি বছর ৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানি ৪৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা রপ্তানি ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২ দশমিক ২৫ ভাগ এবং সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে   
৩৪ দশমিক ১ ভাগ। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট রপ্তানি ছিল ৪৬ দশমিক ৮৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানি ৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে হয়েছে ৪০ দশমিক ৫৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৩ দশমিক ৯৪ ভাগ বেশি ছিল। গত বছর ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেবা রপ্তানি হয়েছে ৬ দশমিক ৩৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আজ ৭ আগস্ট বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মফিজুল ইসলাম এ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষনা করেন।

মো. মফিজুল ইসলাম বলেন, রপ্তানির যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে, তা অর্জন কঠিন কিছু না। রপ্তানিকারকগণ আন্তরিক হলে অতি সহজেই এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত বছর রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তৈরী পোশাক খাতে ১১ দশমিক ৪৯ ভাগ, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ৩৪ দশমিক ৯২ ভাগ, প্লাষ্টিক পণ্য রপ্তানিতে ২১ দশমিক ৬৫ ভাগ, ফার্মাসিটিকেলস পণ্য রপ্তানিতে ২৫ দশমিক ৬০ ভাগ। পণ্য রপ্তানিতে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ৫৫ ভাগ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(রপ্তানি) তপন কান্তি ঘোষ, অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) মো. শফিকুল ইসলাম, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ফাতিমা ইয়াসমিন, ডব্লিউটিও এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. কামাল হোসেনসহ বিভিন্ন সেক্টরের রপ্তানিকারকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

লতিফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৩

**নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক আজ কমিটির সভাপতি মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম এর সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির সদস্য নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী, শাজাহান খান, মোঃ মজাহারুল হক প্রধান, রণজিৎ কুমার রায়, মাহফুজুর রহমান, এম আব্দুল লতিফ, ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, মোঃ আছলাম হোসেন সওদাগর ও এস এম শাহজাদা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিপিং করর্পোরেশন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান সরকারের সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতায় ইতোমধ্যে চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি নতুন জাহাজ বাংলাদেশ শিপিং করর্পোরেশন এর বহরে যুক্ত করে বাণিজ্যে নিয়োজিত করা হয়েছে। নতুন ৬টি জাহাজের মধ্যে ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার ও ৩টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার রয়েছে। চীন থেকে আরো ৬টি জাহাজ সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয়ের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেরিটাইম সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১৪ সাল হতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৫১ জন মহিলা ক্যাডেটকে বাংলাদেশ শিপিং করর্পোরেশনের বিভিন্ন জাহাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং যোগ্য ক্যাডেটদের বিভিন্ন জাহাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, নতুন ৬টি জাহাজে ৪জন নারী অফিসার ও ১৯ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং করর্পোরেশনকে বেশি কার্যকর, সচল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কমিটি সদস্য এম আব্দুল লতিফকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়লের সচিবসহ মন্ত্রণালয় অধীন বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

সাব্বির/অনসূয়া/রবি/জসীম/শামীম/২০১৯/১৬০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩২

**সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক**

**এডিস নিধনে কার্যকর ঔষধ দ্রুততম সময়ে আনার পরামর্শ**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

এডিস মশা নিধনে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যকর ঔষধ আনার পদক্ষেপ নিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণেরও পরামর্শ দেয় কমিটি। কমিটি মশার উৎপত্তিস্থল সনাক্তকরণ এবং মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে।

কমিটির সভাপতি শেখ ফজলুল করিম সেলিম এর সভাপতিত্বে আজ সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই পরামর্শ দেওয়া হয়।

কমিটির সদস্য ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান,

আ ফ ম রুহুল হক, মোঃ মনসুর রহমান এবং মোঃ আব্দুল আজিজ বৈঠক অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠক থেকে ডেঙ্গুর বিস্তার প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণমাধ্যমসমূহকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে সারাদেশে কুরবানীর বর্জ্য দ্রুত অপসারনে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বৈঠকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিবসহ মন্ত্রণালয় এবং সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মৌমিতা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩১

**মৌসুমী নিম্নচাপ আজ বিকালে উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করবে**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত মৌসুমী নিম্নচাপটি পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘণীভূত হয়ে মৌসুমী গভীর নিম্নচাপ আকারে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আজ বিকালের মধ্যে ভারতের উত্তর উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূল (বালেশ্বরের নিকট দিয়ে) অতিক্রম করতে পারে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে এবং গভীর সঞ্চারণশীল মেঘমালা সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

মৌসুমী গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের ৪৮ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৫০ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৬০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৌসুমী গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই উত্তাল রয়েছে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমূদ্র বন্দরসমূহকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

মৌসুমী গভীর নিম্নচাপটির প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১-২ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ুতাড়িত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

আজ ৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৬০-৮০ কিঃ মিঃ বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ২ নম্বর নৌ-হুশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

এছাড়া দেশের অন্যত্র দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কিঃ মিঃ বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ ৭ আগস্ট সকাল ৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণও হতে পারে।

এদিকে, দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে সকল নদীর পানি সমতল আজ বিপদসীমার নীচে রয়েছে।

সরকার গত ১ জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ২৮ হাজার ৬৫০ মে. টন চাল, ৪ কোটি ৯৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ১ লাখ ১৮ হাজার কার্টন শুকনা খাবার, ৮ হাজার ৫০০ সেট তাঁবু, ৫৪ হাজার ৭০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণে   
১৬ কোটি ৪১ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়ে ১৮ লাখ টাকা এবং গোখাদ্য ক্রয়ে ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে ।

#

কাদের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩০

**এডভোকেট নুরুল আলম খানের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

সিলেট জেলা বারের আইনজীবী ও নগরীর নাইওরপুল এলাকার বাসিন্দা এডভোকেট নুরুল আলম খান শাহানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক শোকবার্তায় বলেন, নুরুল আলম খানের মৃত্যুতে সিলেট জেলা বারে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা অপূরণীয়। ড. মোমেন শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৯

**ডেঙ্গু রোধে ঈদ যাত্রার পূর্বে সাবধানতা**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

ডেঙ্গু থেকে রেহাই পেতেঈদে বাড়ি যাওয়ার আগে নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন :

* বাসার সকল কক্ষের দরজা, জানালা ভালভাবে বন্ধ রাখুন;
* টয়লেটের কমোড ঢেকে যান;
* বাথরুম/টয়লেটের জানালা বন্ধ রাখুন;
* বালতি, বদনা ও ড্রাম খালি অবস্থায় উল্টো করে রেখে যান;
* বারান্দায়/ছাদে ফুলের টব বা এমন কোন পাত্র রেখে যাবেন না যেখানে ‍বৃষ্টির পানি জমতে পারে;
* সোফা, পর্দা ও ঝুলন্ত কাপড়ের নিচে লুকিয়ে থাকে এডিস মশা। এসব জায়গায় অ্যারোসল স্প্রে করে যাবেন;
* ফ্রিজের পানি জমার জায়গায় ন্যাপথলিন দিয়ে রাখতে পারেন;
* রান্নাঘরে কোথাও যেন পানি জমে না থাকে তা খেয়াল করুন;
* যাওয়ার আগে ঘরের মেঝে, বারান্দা ও বাথরুম পরিষ্কার করে যান এবং অ্যারোসল স্প্রে করুন;
* অব্যবহৃত বোতল/কন্টেইনার রেখে যাবেন না, অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দিন;
* কর্মস্থলেও অনুরূপ ব্যবস্থা নিন।

#

অনসূয়া/রবি/শামীম/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৮

**পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের সময়সূচি**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে আগামী ১২ আগস্ট সোমবার সারাদেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে দেশের প্রধান ঈদ জামাআত সকাল

৮.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় ঈদগাহে ঈদুল আজহার নামাজে ইমামতি করবেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান। বিকল্প ইমাম হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ।

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পর্যায়ক্রমে ৫টি ঈদ জামাআত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাআত সকাল ৭টা, দ্বিতীয় জামাআত সকাল ৮টা, তৃতীয় জামাআত সকাল ৯টা, চতুর্থ জামাআত সকাল ১০টা এবং পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাআত সকাল ১০.৪৫ টায় ঈদুল আজহার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

#

শায়লা/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০১৯/১৫০৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৭

**নির্ধারিত স্থানে কোরবানি দিন**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির জন্য সরকার সারাদেশে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করেছে। রাস্তাঘাটে যত্রতত্র কোরবানি না দিয়ে সরকার নির্ধারিতজায়গায় কোরবানি দেওয়ার জন্য জনগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিজ বাড়ির সামনে কোরবানির পর পানি ঢেলে ড্রেনে ফেলা হলেও তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে ও পরিবেশ দূষণ ঘটবে। মশা-মাছির উৎপত্তিস্থল সৃষ্টি হবে।

কোরবানির জন্য নির্ধারিত স্থানে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থেকে সুরক্ষার পাশাপাশি পানির পর্যাপ্ত নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সংযোগ, সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সৌদি আরবসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ যেমন মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুদানেও সরকার নির্ধারিত স্থানে কোরবানি দেওয়া হয়। এতে যেমন পরিবেশ দূষণ রোধ হয়, জনগণের স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত থাকে।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৬

**ডেঙ্গুর ঔষধের মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বাণিজ্য সচিবের নির্দেশ**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এবং ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ঔষধ আমদানি, মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বাণিজ্য সচিব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ৬ আগস্ট আয়োজিত সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে এ নির্দেশ দেন বাণিজ্য সচিব ।

তিনি বলেন, ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ যাতে সঠিক মূল্যে রোগীরা পেতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যে কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করবে। অভিযান পরিচালনার সময় যাতে রোগীদের সেবা প্রদানে কোন ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়েও সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে দেশের ঔষধ শিল্প মালিকদের সাথে মতবিনিময় করবে বলে তিনি জানান।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/অনসূয়া/রবি/জসীম/শামীম/২০১৯/১৪২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৫

**চামড়ার সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ**

**গরু ৫০, খাসি ২০ টাকা**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্শি বলেছেন, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় কাঁচা চামড়ার বাজার দর বিবেচনা করে আসন্ন ঈদুল আজহার কোরবানির পশুর চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গরুর চামড়ার মূল্য হবে ঢাকায় প্রতি বর্গফুট ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ঢাকার বাইরে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। সারা দেশে খাসির চামড়ার মূল্য ১৮ থেকে ২০ টাকা এবং বকরির চামড়ার মূল্য হবে ১৩ থেকে ১৫ টাকা।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্শি ৬ আগষ্ট বাংলাদেশ সচিবালয়ে আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির পশুর চামড়ার মূল্য নির্ধারণ, কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক সভায় এসব তথ্য প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, কোরবানির চামড়া গরীবের হক । তাঁরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে নজর রাখতে হবে। এ বিষয়ে সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। চামড়া আমাদের জাতীয় সম্পদ, শিল্পের কাঁচামাল। চামড়া যাতে পাচার না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পশুর চামড়া যথাযথ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হবে যাতে কোন চামড়া নষ্ট না হয়।

টিপু মুন্শি বলেন, কোরবানির জন্য দেশে পর্যাপ্ত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া মজুত রয়েছে। প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্য মতে এ বছর দেশে কোরবানিযোগ্য পশুর সংখ্যা ১ কোটি ১৭ লাখ ৮৮ হাজার ৫৬৩টি এবং কোরবানির পশুর চাহিদা রয়েছে প্রায় ৭০ লাখ।

সভায় বাণিজ্য সচিব মো. মফিজুল ইসলাম, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব তপন কান্তি ঘোষ, টেরিফ কমিশনের সদস্য আবু রায়হান আল বেরুনীসহ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/অনসূয়া/রবি/জসীম/শামীম/২০১৯/১৫৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৪

**জাতীয় শোক দিবসে পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন করার নিয়ম**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবসে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ভবন ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে পতাকাটি প্রথমে সোজাভাবে দণ্ডায়মান পতাকা দণ্ডে রশির সাহায্যে পতাকা দণ্ডের মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে। এরপর দণ্ডের মাথা থেকে পতাকার প্রস্থের সমান নিচে নামিয়ে পতাকাটি বাঁধতে হবে।

দিনশেষে পতাকাটি যখন নামাতে হবে তখন পতাকাটি আবার দণ্ডের মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে নামাতে হবে।

পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত এবং বৃত্তটি পতাকার দের্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট হবে। ভবনে উত্তোলনের জন্য পতাকার তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6© , 5©x3© এবং 2.5©x1.5।

ছেঁড়া বা বিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। মানসম্মত কাপড়ে যথানিয়মে তৈরি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

#

অনসূয়া/রবি/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৩

**সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে স্পিকারের শোক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে স্পিকার বলেন, সুষমা স্বরাজ বাংলাদেশের শুভাকাঙ্খী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারালো। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ডেপুটি স্পিকার মো: ফজলে রাব্বী মিয়া এবং চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরীও সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

সুষমা স্বরাজ ৬ আগস্ট নয়াদিল্লীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

#

তারিক/অনসূয়া/রবি/জসীম/আসমা/২০১৯/১২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২২

**সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী   
ড. এ কে আব্দুল মোমেন ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক শোকবার্তায় বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে সুষমা স্বরাজের অবদান বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে।

ড. মোমেন সুষমা স্বরাজের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও ভারতের জনগণের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/রবি/জসীম/আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২১

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব - এর ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

মহীয়সী নারী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর। বাঙালি মুক্তি সংগ্রামের সহযোদ্ধা। তিনি আমৃত্যু দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জাতির পিতার সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখতেন। এ দেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাক, ভালভাবে বাঁচুক এই প্রত্যাশা নিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সবসময় ছিলেন সজাগ এবং দূরদর্শী। তাইতো একজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতো স্বামী-সংসার, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্যেও বঙ্গমাতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়শই কারাগারে বন্দী থাকতেন। এই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারামুক্তিসহ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। ৬-দফা ও ১১-দফার আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দী থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দী স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাঁকে যথার্থই ‘বঙ্গমাতা’ উপাধিতে ভূষিত করেছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার সঙ্গে তিনিও সপরিবারে ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন, যা জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমি আশা করি, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব - এর জীবনী চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অজানা অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে।

আমি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব - এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"

#

ইমরুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯২০

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্ম। তাঁর ডাকনাম ছিল রেণু। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। যে কোনো পরিস্থিতি তিনি বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও সাহস নিয়ে মোকাবিলা করতেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী হওয়ার পর তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি কেবল জাতির পিতার সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো স্বামীর পাশে থেকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান সবই তাঁকে করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাঁরই পরামর্শে বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত অলিখিত এ ভাষণ প্রদান করেন। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস।

বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে তাঁকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী। পার্থিব বিত্ত-বৈভব বা ক্ষমতার জৌলুস কখনো তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। জাতির ইতিহাসে সে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। বঙ্গমাতা আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/রবি/শামীম/২০১৯/১০৪৬ ঘণ্টা